১৫-০৮-১৬ প্রাত :মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রাণ রক্ষা করার প্রাণেশ্বর বাবা এসেছেন তোমাদের বাচ্চাদের জ্ঞানের মিষ্টি মুরলি শুনিয়ে প্রাণ বাঁচাতে"

প্রশ্নঃ - কোন্ ধরনের নিশ্চয় ভাগ্যবান বাচ্চাদেরই হয় ?

উত্তরঃ - আমাদের ভাগ্যকে শ্রেষ্ঠ বানাতে স্বয়ং বাবা এসেছেন । বাবার থেকে আমরা ভক্তির ফল পাচ্ছি । মায়া আমাদের যে পাখা কেটে দিয়েছিল সেই পাখাই দিতে এসেছেন বাবা , নিজের সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা এসেছেন । এই নিশ্চয় ভাগ্যবান বাচ্চাদেরই হয় ।

গীত :- কে এসেছে আজ এই ভোরে .....

ওম্ শান্তি । ভোর -ভোর কে এসে মুরলি বাজিয়ে চলেছে ? দুনিয়া তো ঘোর তমসায় ছেয়ে আছে । তোমরা এখন মুরলি শুনছ - জ্ঞান সাগর , পতিত-পাবন প্রাণেশ্বর বাবার থেকে । তিনি হলেন প্রাণ বাঁচানোর ঈশ্বর । বলা হয় হে ঈশ্বর এই দুঃখ থেকে বাঁচাও । তারা হদের সাহায্য চায় । তোমাদের এখন বেহদের সাহায্য পাচ্ছ কেননা বেহদের বাবা যে এখন এখানে , তোমাদের কাছেই আছেন । তোমরা জেনেছ আত্মা এবং বাবা উভয়ই গুপ্ত । যখন বাচ্চাদের শরীর প্রত্যক্ষ হয় তখন বাবাও প্রত্যক্ষ হন , অন্য শরীরের aআধারে । আত্মা গুপ্ত থাকলে বাবাও গুপ্ত । তোমরা জেনেছ বাবা এসেছেন , আমাদের বেহদের রাজত্ব দিতে । ওঁনার শ্রীমত্ । সকল শাস্ত্রের শিরোমণি গীতা প্রসিদ্ধ , শুধু ওখানে নামের বদল ঘটেছে । এখন তোমাদের জানা হয়ে গেছে শ্রীমত্ হলো ভগবানুবাচ । এও বুঝে গেছ , ভ্রষ্টাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর কারিগর একমাত্র বাবা । উঁনিই নর থেকে নারায়ণ বানান । গাথাও সত্য নারায়ণের । অমরপুরীর মালিক হওয়া অথবা নর থেকে নারায়ণ হওয়া -এই অমর কথার গীত গাওয়া হয় । উভয়ত কথা একই । এই হলো মৃত্যুলোক । ভারতই অমরপুরী ছিল - এই বিষয়ে কারও কিছু জানা নেই । এখানেও অমরবাবা ভারতবাসীকে শুনিয়েছেন । এক পার্বতী বা এক দ্রৌপদী শুধু নয় , এই অমরকথা অনেক বাচ্চা শুনছে । শিববাবা শোনান ব্রহ্মা দ্বারা । বাবা বলেন , ব্রহ্মা দ্বারা আমি মিষ্টি মিষ্টি রুহ্-দের বোঝাই । বাবা বুঝিয়েছেন বাচ্চাদের আত্ম-অভিমানী অবশ্যই হতে হবে । বাবাই গঠন করতে পারেন । দুনিয়ায় এমন একজনও মানুষ নেই যার আত্মার জ্ঞান আছে । আত্মার জ্ঞানই যেখানে নেই তো পরমাত্মার জ্ঞান কিভাবে থাকতে পারে ! বলে , আত্মা যে, সে-ই পরমাত্মা । কত বিরাট এই ভুলে মানুষ জড়িয়ে আছে । এই সময়ে মানুষের বুদ্ধি কোনও কাজের নয় । নিজেরই বিনাশের জন্য তৈরী হচ্ছে । তোমাদের বাচ্চাদের জন্য এই কথা নতুন কিছু নয় । জেনে নিয়েছ যে ড্রামা প্ল্যান অনুসারে ওদেরও পার্ট আছে । ড্রামার বন্ধনে বেঁধে আছে । আজকাল দুনিয়ায় প্রচুর হাঙ্গামা হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা হলে বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি , যারা বাবার প্রতি বিপরীত বুদ্ধি রেখে চলে তাদের জন্য বিনশন্তি গাওয়া হয়েছে অর্থাত্ অন্তিমে তাদের বিনাশ অনিবার্য । এখন এই দুনিয়াকে বদলাতে হবে । তোমরা এও জেনেছ , নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক কল্পে মহাভারতের এই যুদ্ধ হয়েছে এবং বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন । শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিনাশের কথা লিখেছে কিন্তু সম্পূর্ণ বিনাশ তো হওয়ার নয়, তবে তো প্রলয় হয়ে যাবে । মানুষ কোথাও থাকবে না

শুধু পাঁচ তত্ত্বই থেকে যাবে । এরকম তো হবে না । প্রলয় হলে তখন আবার মানুষ কোথা থেকে আসবে ! চিত্রতে দেখানো হয় অশ্বত্থ পাতায় কৃষ্ণ আঙুল চুষতে চুষতে সাগরে ভেসে এসেছে । শিশু এইভাবে কি করে আসতে পারে ! শাস্ত্রে এমন এমন কথা লেখা হয়েছে যা বলার মতো নয় । এখন তোমাদের কুমারীদের দ্বারা এই বিদ্বান-সকল , ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিরও জ্ঞান তীরে বিদ্ধ হতে হবে। পরবর্তী সময়ে তারাও এসে যাবে । সেবায় যেমন -যেমন তোমরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলবে , বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে থাকবে ততই তোমাদের প্রভাব বিস্তৃত হবে । তবে হ্যাঁ , সেবাকাজ বিঘ্নিত হবে । এই গীতও গাওয়া হয়েছে , আসুরি সম্প্রদায়ের থেকে আসা প্রচুর বিঘ্ন এই জ্ঞান যজ্ঞকে নানাভাবে বিঘ্নিত করে । তোমরা শেখাতে পারবে না । জ্ঞান আর যোগ বাবাই শেখাচ্ছেন । সদগতি দাতা এক বাবাই হন । উঁনিই পতিতদের পবিত্র করে তোলেন তবে তো নিশ্চয়ই পতিতদেরই জ্ঞান দেবেন । বাবাকে কখনও কি সর্বব্যাপী মানা যায় ! তোমরা বুঝতে পারছ আমাদের বুদ্ধি পরশ পাথরের মতো হলে পরেশনাথ হই । মানুষেরা কত কত মন্দির বানিয়েছে । কিন্তু তিনি কে , কি করেছেন এইসব অর্থ কেউ বোঝেনা । পরেশনাথের মন্দিরও আছে । ভারত পরশপুরী ছিল । সোনা , হীরে -জহরতের মহল ছিল । এই তো সেদিনের কথা । ওরা লাখো বছর বলে শুধু সত্যযুগেরই । আর বাবা বলেন সারা ড্রামা পাঁচ হাজার বছরের । এইজন্য বলা হয়ে থাকে আজকের ভারত কত দৈন্য দশায় আর কালকের ভারত ছিল ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে ভরা । লাখো বছরের তো স্মৃতি থাকতেই পারেনা । তোমাদের বাচ্চাদের এখন স্মৃতি ফিরেছে । তোমরাও বুঝতে পারছ পাঁচ হাজার বছরেরই কথা । বাবা বলছেন- "যোগে ব'সো , নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো ।" এই জ্ঞান তো তোমাদের হয়েছে ! ওরা তো হলো হঠযোগী । এক পায়ের উপরে আরেক পা তুলে (পদ্মাসনে) বসে । কত কি করে ! তোমরা মাতারা এইরকম করতে পারবেনা । বসতেও পারবে না । ভক্তি মার্গের ছবি অনেক । বাবা বলেন , "মিষ্টি বাচ্চারা , এখানে তোমাদের কিছু করার দরকার নেই ।" স্কুলে স্টুডেন্টরা যেমন নিয়ম অনুযায়ী বসে ; বাবা বলেন তারও দরকার নেই । যেমন চাও তেমন ব'স । বসে বসে শ্রান্ত হয়ে গেলে শুয়েও পড়তে পার । বাবা কোনও কিছুতে না করেন না । এতো একেবারে সহজেই বোঝার মতো কথা , এতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় । যদি খুব অসুস্থও থাক , তবে এমনও হতে পারে শুনতে শুনতে শিববাবাকে স্মরণ করতে- করতে প্রাণ শরীর থেকে বেরিয়ে গেল । গীত গাওয়া হয় - গঙ্গাজল মুখে দিলে . . .তখন প্রাণ বেরিয়ে যায় । ওইসব তো ভক্তিমার্গের কথা । বাস্তবে হলো এই জ্ঞান অমৃতের কথা । তোমরা বুঝতে পার প্রাণ শরীর থেকে এমনিই বেরিয়ে যাবে । আমাকে ছেড়েই তো তোমরা বাচ্চারা আস । বাবা বলছেন , "আমি তো তোমাদের বাচ্চাদের সাথে নিয়ে যাব । আমি এসেছিই তোমাদের বাচ্চাদের ঘরে নিয়ে যেতে ।" তোমাদের না জানো নিজের ঘরের ঠিকানা , না জানো আত্মাকে । মায়া একেবারেই তোমাদের পাখা কেটে ফেলেছে এইজন্য আত্মা উড়তে পারছেনা, কেননা তমঃপ্রধান হয়ে আছে । যতক্ষণ পর্যন্ত সতোপ্রধান না হচ্ছে ততক্ষণ কিভাবে শান্তিধামে যেতে পারবে ! এও জেনেছ ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী সবাইকে তমঃপ্রধান হতেই হয় । এইসময় সারা ঝাড় সমূলে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে । এখানে কেউই সতোপ্রধান অবস্থায় হতে পারেনি । এখানে আত্মা পবিত্র হলে আর এখানে থাকে না , চলে যায় নিজের ঘরে । সবাই মুক্তির জন্যই ভক্তি করে । কিন্তু কেউই ফেরৎ যেতে পারেনা । ঈশ্বরীয় আইন তার অনুমতি দেয়না । বাবা এই সমস্ত রহস্য সামনে বসে বুঝিয়ে দেন - ধারণ করার জন্য । এত'র মধ্যেও মুখ্য হলো বাবাকে স্মরণ করা , স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া । বীজরূপ অবস্থাকে স্মরণ করলে সারা ঝাড় বুদ্ধিতে এসে যায় । তোমরা এক সেকেন্ডে সব জেনে যাবে । দুনিয়ায় কারও জানা নেই - মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ যে আত্মা , সেই সমস্ত আত্মার পিতা এক । কৃষ্ণ ভগবান নন ।

কৃষ্ণকেই শ্যামসুন্দর বলা হয় । এরকম নয় যে তক্ষক সর্প দংশন করায় মুখ কালো হয়েছে । এতো কামচিতার আগুনে পুড়ে মানুষ কালো হয়ে যায় । রামকেও কালো দেখানো হয় , তাঁকে কে দংশন করেছে ! কিছুই বুঝতে পারেনা । তবুও যার ভাগ্যে আছে , নিশ্চয় থাকলে অবশ্যই বাবার থেকে বিশ্ব-রাজত্বের অধিকার নেবে । নিশ্চয় না হলে কখনও বুঝবে না । ভাগ্যে না থাকে তো তারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির আর কি চেষ্টা করবে ! ভাগ্যে না থাকলে সে এমনভাবে শুনতে বসে যেন কিছুই বোঝেনা । এটুকু নিশ্চয় নেই যে বাবা এসেছেন বেহদের রাজ্যভাগ্য দিতে । ঠিক যেমন নতুন কেউ মেডিকেল কলেজে গিয়ে বসলে কিছুই বুঝতে পারেনা । এখানেও ওইভাবে গিয়ে বসে । এই অবিনাশী জ্ঞানের বিনাশ হয়না । সুতরাং , সে এসে আর কি করবে । রাজধানীর স্থাপনা হলে তখন দাস-দাসী, সেবক, প্রজা, প্রজারও আবার দাস-দাসী, সেবকের প্রয়োজন তো হয় । পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ পড়ার চেষ্টা করবে কিন্তু মুশকিল হবে কেননা ওই সময় অনেক হাঙ্গামা হবে । দিন-প্রতিদিন অশান্তি চরমে পৌঁছবে । এত সেন্টার আছে কেউ কেউ এসে যথার্থভাবে বুঝবেও । এও লেখা আছে - ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা । বিনাশও সামনে উপস্থিত । বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী । বলে জন্ম কম হোক । কিন্তু ঝাড়ের বৃদ্ধি তো হবেই । যতক্ষণ বাবা উপস্থিত আছেন ততক্ষণ সব আত্মাদের এখানে আসতেই হবো যখন যাওয়ার সময় হবে তখন আত্মাদের পরমধাম থেকে আসা বন্ধ হবে । এখন তো সবাইকেই আসতে হবে, কিন্তু এই কথা কেউ বোঝেনা । বলবেও ভক্তের রক্ষক ভগবান । তবে তো নিশ্চয়ই ভক্তের দল সংকটাপন্ন হয়েছে । রাবণ রাজ্যে একেবারেই সকলে পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছে । অন্তিমে রাবণ রাজ্য হলো কলিযুগ, আদিতে রামরাজ্য হলো সত্যযুগ । এই সময় সব আসুরিক রাবণ সম্প্রদায়ের । বলে, অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে, তবে তো এর অর্থ হলো এই-ই নরক । স্বর্গবাসী হয়েছে এই নাম না হয় ঠিক হলো । এখানে তবে কি ছিল ! নিশ্চয়ই নরকবাসী ছিল । এও বোঝেনা যে আমরা তো নরকবাসীই হয়েছি । তোমরা এখন বুঝতে পারছ বাবাই এসে আমাদের স্বর্গবাসী তৈরী করবেন । গায়নও আছে হেভেনলি গড ফাদার । তিনিই এসে হেভেন গঠন করবেন । সবাই গানের কলিতে সুর তোলে পতিত-পাবন সীতারাম । আমরা পতিত, পবিত্র করে গড়ে তোলার মালিক এক তুমিই । ওরা সকলে ভক্তিমার্গের সীতা । বাবা হলেন রাম । কাউকে সোজাসুজি বললে মানেনা । রামকে আহ্বান করে । বাবা তোমাদের এখন তৃতীয় নয়ন দিয়েছেন । তোমরা যেন এক আলাদা দুনিয়ার হয়ে গেছ । বাবা বুঝিয়েছেন , এখন সকলকে অবশ্যই তমঃপ্রধানও হতে হবে তবেই তো বাবা এসে সতোপ্রধান বানাবেন । বাবা কত সুন্দর করে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেন । বলেন , যদিও বা তোমরা বাচ্চারা নিজে সার্ভিস করো , একটা কথা শুধু সর্বদা মনে রাখবে - বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সতোপ্রধান হওয়ার আর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই । সবার রুহানি সার্জেন এক-ই । তিনিই এসে আত্মাদের জ্ঞানের ইনজেকশন দেন কেননা আত্মাই তমঃপ্রধান হয়েছে । বাবাকে অবিনাশী সার্জন বলা হয়ে থাকে । আত্মা অবিনাশী, পরমাত্মা বাবাও অবিনাশী । আত্মা এখন তমঃপ্রধান হয়েছে , সুতরাং , তাদের জ্ঞানের ইনজেকশন প্রয়োজন । বাবা বলেন বাচ্চারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর বাবাকে স্মরণ করো । বুদ্ধিযোগ উপরে অর্থাত্ পরমধামে বাবার সাথে জুড়ে নিতে পারলে তবে সুইট হোমে চলে যেতে পারবে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এখন আমাদের নিঃশব্দ (Silent) দুনিয়ার সুইট হোমে যেতে হবে । আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান আর যোগের মাধ্যমে বুদ্ধিকে পরশপাথরের মতো করে তুলতে হবে । যতই অসুস্থতা থাক, কষ্ট থাক, তার মধ্যেও এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে ।

২) নিজের ভাগ্যোদয়ের জন্য পুরোপুরি নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে । বুদ্ধিযোগ নীরবতার রাজ্য, সুইট হোমে জুড়তে হবে ।

বরদান :- সংকল্প , বৃত্তি আর স্মৃতি দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্তকারী সমর্থ , সত্যকার ব্রাহ্মণ , সম্পূর্ণ পবিত্র ভব

নিজের সংকল্প ,বৃত্তি আর স্মৃতিকে চেক করো - এইভাবে নয় যে ভুল হয়ে গেল , অনুতাপ করলে , ক্ষমা চাইলে আর চেক করা হয়ে গেল । কেউ যতই ক্ষমা চেয়ে নিক কিন্তু যে পাপ বা ব্যর্থ কর্ম হয়েছে তার চিহ্ন মোছেনা । রেজিস্টার সাফ -স্বচ্ছ হয়না । শুধু এর রীতি-রেওয়াজকে অনুসরণ করোনা , কিন্তু সদা এই স্মৃতি থাকবে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র ব্রাহ্মণ - অপবিত্রতা - সংকল্প , বৃত্তি বা স্মৃতিকেও যেন স্পর্শ করতে না পারে । সেইজন্য পদে পদে সাবধানতা অবলম্বন করে চলো ।

স্লোগান :- বাবার সাথে সাথে চললে মন কখনও হতাশাগ্রস্ত হবে না ।